নির্মাণ

মননে. চিন্তায়.. গবেষণায়...

১ম সংখ্যা, জানুয়ারী ২০১১ ইং

সম্পাদক
ফজলে এলাহি মুজাহিদ

কম্পোজ
নির্মাণ কম্পিউটার্স

যোগাযোগ:
নির্মাণ
মদীনা মুনাওয়ারা, সউদী আরব
মোবাইল: +৯৬৬ ৫৯ ১৭ ৭০ ৫২০
ইমেইল: nirmanmagazine@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.nirmanmagazine.com

মূল্য: ২ রিয়াল।

সূচীপত্র

_________সম্পাদকীয়: ১
পৃথিবীতে "নির্মাণ" জন্ম নিয়েছে

_________ওহীর আলো: ২
সূরা আলে ইমরান ১৪ থেকে ১৭ আয়াত : এ.কে.এম. নাজির আহমদ

_________নবীর বাণী: ১২
শয়তানকে তার(জনৈক ব্যক্তি) উপর বিজয়ী করে দিওনা

_________সংস্কৃতি রীতিনীতি: ১৩
খাবার ও পানীয় গ্রহণে ডান হাতের গুরুত্ব

_________প্রবন্ধ নিবন্ধ: ১৪
ইসলামী শিক্ষা বনাম সাধারণ শিক্ষা : মূল- আব্দুস সামাদ
: অনুবাদ- মুহাম্মদ নূরুল্লাহ্ তারীফ
বোধোদয় : মো: মাসুম বিল্লাহ আল-মাদানী

_________গল্প কাহিনী: ২২
অতীত দিনের স্মৃতি : ফজলে এলাহি মুজাহিদ
১/বাতেন সাহেব!
২/ঘুম ঘুম বেলা, ঝিকিমিকি খেলা; ঐ ঝিঁমুওনি রাত..
শীতের অ্যাডভেঞ্চার : আব্দুল্লাহ্ ইবনে যাকারিয়া। বয়স: ১৩ বছর

_________কবিতার পাতা: ২৬
মাননীয় প্রফেট : আফসার নিজাম
সূতোয় বাঁধা কর্ণধার : ফজলে এলাহি মুজাহিদ
গুণাবলী : মাহবুবা সুলতানা লায়লা
টিপাইমুখী বাঁধ : মুসফিরা মারিয়াম

_________রম্য রচনা: ২৯
প্রতিভার গোডাউন : আসিফ ইকবাল

_________একটু হাসুন: ৩০
উপরের হাওয়া : আসিফ ইকবাল

_________তথ্যপাতা: প্রচ্ছদ
গাছ থেকেই বিদ্যুৎ তৈরী
তারহীন চার্জার

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

পৃথিবীতে "নির্মাণ" জন্ম নিয়েছে

পৃথিবীটা গতিময়, এমনকি গতিময় এই বিশ্বভুবনের প্রতিটি বস্তুনিচয়, থেমে নেই আমরাও, থেমে নেই আমাদের জীবন ধারা। এখানে চলতেই হবে, কোন বিকল্প নেই। কেউ যদি বলে আমি স্থির, অচল, তবে তা হবে অজ্ঞতা প্রসূত। কেননা, তার নিঃশ্বাস সচল, রক্তের সঞ্চালন সচল, আহার-বিহারের প্রয়োজন ও প্রক্রিয়া সচল, তার জীবন ধারা সচল। বিকল্প নেই।

যদি চলতেই হবে, তবে অলস মননে, অলস চিন্তনে, গবেষণাবিহীন মস্তিষ্ক মাথায় করে এ অচল দেহটি নিয়ে চলবো কেন? কুড়িয়ে নেব দু'হাতে আপনাপন দু'পাশ থেকে। যত পারি, সাধ্যানুযায়ী, পার্থিব ও পারলৌকিক পুঁজি করে।

সত্য যে, দু'পাশ জুড়ে যাকিছু রয়েছে, তার সবটুকুতেই কল্যাণ নিহিত নেই। আছে কল্যাণ-অকল্যাণ উভয়ের সমাহার। মিশ্রিত এসব উপায়-উপকরণ হতে বেছে বেছে নিতে হবে আপন কল্যাণ, আপন সঞ্চয়। এভাবেই আসতে পারে জীবনের গতি, সফল যাপন, সুষম দিনকাল, উত্তম উত্তরাধিকার এবং অনন্ত সফলতা।

অব্যাহত স্বপ্ন, চিন্তা ও যৎখানিক প্রচেষ্টা থাকলেও এযাবৎ পিছিয়েই ছিলাম। সেদিন অনেকটা বেপরোয়া হয়েই সাজিয়ে নিলাম সংকল্পকে- 'এবার তুলে নেবই কিছু, জীবন পথের দু'পাশ থেকে, তুলে দেব কিছু আপনাদের হাতে, নিজের স্বপ্নে ও সাধনায়, আপনাদের কল্যাণে, সহযোগিতায়। এসব নিয়েই এই তো- "নির্মাণ"।

আগামীর পথ ততটা সুগম, সফল ও দ্রুততর হবে, যতটা সাথ দেবেন আপনারা- মননে, চিন্তায়, গবেষণায়, পড়ায়, প্রচারে, উৎসাহে, সমালোচনায়, ব্যয়ে ও ভালবাসায়...।

২৭ জানুয়ারী ২০১১
মদীনা মুনাওয়ারা, সউদি আরব।

~*~

www.islam.net.bd

ইসলাম.net.bd
বাংলাদেশে ইসলাম চর্চা, দেশ ছেড়ে বিশ্বময়

-বাংলা ভাষায় এ যাবৎ কালের সর্ববৃহৎ অনলাইন ইসলামিক লাইব্রেরী।
আজই ভিজিট করুন, বন্ধুদের জানিয়ে দিন, কল্যাণ অর্জন করুন এবং কল্যাণের পথে সহযোগী হোন- অধ্যয়নে, আহ্বানে ও দানে।

-প্রচারে: সময়নির্মাণ ওয়েব কমিউনিটি।

সূরা আলে ইমরান: ১৪ থেকে ১৭ আয়াত

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

১। আয়াত:

(14) زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ط ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ج وَاللهُ عِنْدَه حُسْنُ
الْمَآبِo
(15) قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ط لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ
خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللهِ ط وَاللهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِo
(16) اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِo
(17) الصَّابِرِيْنَ وَالصَّادِقِيْنَ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالأَسْحَارِ o

২। ভাবানুবাদ:

১৪. মানুষের জন্য আকর্ষণীয় জিনিস, যেমন, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, সোনা-রূপার স্তূপ, চিহ্নিত ঘোড়া (অর্থাৎ সেরা ঘোড়া), গৃহ পালিত পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি ভালোবাসাকে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এগুলো দুনিয়ার জীবনের সামগ্রী মাত্র। আর আল্লাহর নিকটই রয়েছে উত্তম আবাস।

১৫. বল, 'আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো এগুলোর চেয়েও উত্তম জিনিসের কথা? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট জান্নাত, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান, যেখানে তারা থাকবে চিরদিন, পাবে পবিত্রা স্ত্রী, আর আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সব কিছু দেখে থাকেন।'

১৬. যারা বলে, 'হে আমাদের রব, অবশ্যই আমরা ঈমান এনেছি, আপনি আমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দিন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচান।'

১৭. আর এরা ছবর অবলম্বনকারী, সত্যনিষ্ঠ, আনুগত্যপরায়ণ, ইনফাককারী এবং রাতের শেষ ভাগে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।'

৩। পরিপ্রেক্ষিত:

হিজরী দ্বিতীয় সনে বদর প্রান্তরে ঈমানের বলে বলীয়ান তিন শত তেরো জন মুসলিমের এক হাজার মুশরিক যোদ্ধার ওপর বিজয় লাভ গোটা আরব উপদ্বীপে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। সকলে অনুভব করে, আলমাদীনা আলমুনাওয়ারা-তে এক ব্যতিক্রমধর্মী শক্তি সুসংহত হয়েছে। এই শক্তির উত্থানের মাঝে তারা নিজেদের পতনের আলামত দেখতে পায়।

মাক্কা থেকে হিজরাত করে এসে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি নতুন রাষ্ট্র গঠন করা কালে অন্যদের মত আলমাদীনার উপকণ্ঠে বসবাসরত ইয়াহুদী গোত্রগুলোর সাথেও চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তির শর্তানুযায়ী বহিরাক্রমণ কালে আলমাদীনার নিরাপত্তার জন্য তাদেরও ভূমিকা পালন করার কথা। কিন্তু বদর যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় লাভের পর ইয়াহুদীরা গোপনে মাক্কা ও অন্যান্য অঞ্চলের মুশরিক শক্তির সাথে যোগাযোগ

স্থাপন করে আলমাদীনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাদেরকে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করে। অথচ এরা দাবি করতো, এরা আত্-তাওরাতের অনুসারী এবং একত্ববাদী। একত্ববাদী হয়ে মুশরিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার তো কোন সুযোগ ছিলো না।

ইয়াহুদী গোত্রগুলোর অন্যতম ছিলো বানু কাইনুকা। এই গোত্রটি ইসলাম ও মুসলিমদের দুশমনিতে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলো। সেই জন্যই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই গোত্রটির বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালিয়ে তাদেরকে আলমাদীনা থেকে বের করে দেন। এতে অন্য ইয়াহুদী গোত্রগুলো আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

বদর প্রান্তরে পরাজিত হয়ে মাক্কার মুশরিকরা প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছিলো। ইয়াহুদী গোত্রগুলো এতে পেট্রোল ঢেলে দেয়। ফলে হিজরী তৃতীয় সনে তিন হাজার মুশরিক যোদ্ধা আলমাদীনা আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসে।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক হাজার যোদ্ধা নিয়ে উহুদের দিকে অগ্রসর হন। পথিমধ্য থেকে মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনু উবাই তিন শত সংগী নিয়ে পেছনে ফিরে যায়।

উহুদ প্রান্তরে তিন হাজার মুশরিক যোদ্ধার মুখোমুখি হন সাত শত জন মুসলিম। আল্লাহর মেহেরবানীতে এবারও মুসলিমরাই বিজয়ী হন। কিন্তু একটি কৌশলগত পাহাড়ী পথ পাহারায় নিয়োজিত বেশির ভাগ তীরন্দাজ তাঁদের অবস্থান স্থল ত্যাগ করায় যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভীষণভাবে আহত হন। বহু মুজাহিদ আহত হন। শহীদ হন সত্তর জন।

এই বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে নাযিল হয় তিনটি ভাষণ। হিজরী নবম সনে নাযিলকৃত একটি ভাষণকেও প্রাসংগিকতার কারণে এই ভাষণগুলোর সাথে জুড়ে দেওয়া হয়।
এই চারটি ভাষণের সমষ্টির নাম সূরা আলে ইমরান।

প্রথম ভাষণটি এই সূরার প্রথম আয়াত থেকে বত্রিশ নম্বর আয়াত পর্যন্ত বিস্তৃত। বদর যুদ্ধের অব্যবহিত পরে এই ভাষণটি নাযিল হয়েছে বলে প্রখ্যাত তাফসীরকারদের মত।

দ্বিতীয় ভাষণটি তেত্রিশ নম্বর আয়াত থেকে একাত্তর নম্বর আয়াত পর্যন্ত বিস্তৃত। হিজরী নবম সনে দক্ষিণ আরবের নাজরান অঞ্চল থেকে একটি খৃষ্টান প্রতিনিধি দলের আগমন উপলক্ষে এই ভাষণটি নাযিল হয়।

তৃতীয় ভাষণটি বাহাত্তর নম্বর আয়াত থেকে একশত বিশ নম্বর আয়াত পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি বদর ও উহুদ যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে নাযিল হয়।

চতুর্থ ভাষণটি একশত একুশ নম্বর আয়াত থেকে দুই শত নম্বর আয়াত (অর্থাৎ শেষ আয়াত) পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ভাষণটি উহুদ যুদ্ধের পর নাযিল হয়।

এই সূরায় মূলতঃ দু'টি দলকে সম্বোধন করা হয়েছে। একটি দলে রয়েছে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানগণ।

অপর দলটিতে রয়েছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি ঈমান আনয়নকারী মুসলিমগণ।

প্রথম দলটিকে বলা হয়েছে, অতীতে নবীগণ যে দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেছেন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই দ্বীনেরই ধারক-বাহক। অতএব তাদের কর্তব্য হচ্ছে বাঁকাপথে না চলে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক উপস্থাপিত সত্য-সঠিক পথের অনুসারী হওয়া।

দ্বিতীয় দলটিকে অর্থাৎ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুসারীদেরকে বলা হয়েছে যে তাঁদেরকে পৃথিবীর সর্বোত্তম জাতির মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে এবং গোটা পৃথিবীর সমাজ ও সভ্যতার ইছলাহ সাধনের দায়িত্ব তাঁদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আর যেসব নৈতিক চারিত্রিক দুর্বলতার কারণে অতীতে বহু জাতি অধপতনের শিকার হয়েছে, তাঁদেরকে সেসব দুর্বলতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছে।
আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে- সূরা আলে ইমরানের ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৭ নাম্বার আয়াত। এ আয়াতগুলো এ সূরার প্রথম ভাষণটির অংশবিশেষ।

৪। ব্যাখ্যা:
১৪ নাম্বার আয়াত

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ط ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ج وَاللهُ عِنْدَه حُسْنُ الْمَآبِ ০

'মানুষের জন্য আকর্ষণীয় জিনিস, যেমন, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, সোনা-রূপার স্তূপ, চিহ্নিত ঘোড়া (অর্থাৎ সেরা ঘোড়া), গৃহ পালিত পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি ভালোবাসাকে সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এগুলো দুনিয়ার জীবনের সামগ্রী মাত্র। আর আল্লাহর নিকটই রয়েছে উত্তম আবাস।

এ আয়াতের প্রথমাংশে যেসব জিনিস মানুষকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে সেগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর আয়াতের শেষাংশে ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ج وَاللهُ عِنْدَه ০ حُسْنُ الْمَآبِ (এগুলো দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামগ্রী মাত্র। আর আল্লাহর নিকটই রয়েছে উত্তম আবাস।) বলে মানুষকে দুনিয়ার ওপর আখিরাতকে অগ্রাধিকার দেবার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

সূরা আল 'আনকাবূতের ৬৪ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَمَا هٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ ج وَاِنَّ الدَّارَ الاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ ج

'আর দুনিয়ার জীবন তো খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। আসল জীবনের ঘর তো হলো আখিরাতের ঘর।'

সূরা আলে ইমরানের ১৮৫ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ০

'আর দুনিয়ার জীবন তো ছলনার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।'

সূরা আল মুনাফিকুনের ৯ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لاَتُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلاَ اَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَo

'ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের অর্থ-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে না রাখে। যারা এমনটি করবে তারা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

সূরা আত্-তাওবাহর ২৪ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

قُلْ اِنْ كَانَ اَبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُوْلِه وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِه فَتَرَبَّصُوْا حَتّى يَأْتِىَ اللهُ بِاَمْرِه ط وَاللهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَo

'তাদেরকে বল, তোমাদের আব্বা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের উপার্জিত অর্থ-সম্পদ, তোমাদের ঐ ব্যবসা যার মন্দার আশংকা তোমরা কর, তোমাদের পছন্দের ঘর-বাড়ি যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদের চেয়ে বেশি প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর ফায়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আর আল্লাহ ফাসিকদেরকে সঠিক পথের দিশা দেন না।'

সূরা সাবা'র ৩৭ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَ مَا اَمْوَالُكُمْ وَلاَ اَوْلاَدُكُمْ بِالَّتِىْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفى اِلاَّ مَنْ امَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِى الْغُرُفَاتِ امِنُوْنَo

'তোমাদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন নয় যে, এগুলো তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে, তবে যারা ঈমান আনে এবং আমালুছ ছালিহ করে তারা এমন লোক যাদের জন্য রয়েছে তাদের কর্মের দ্বিগুণ প্রতিদান এবং তারা সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে অবস্থান করবে।'

সূরা আলআ'লা-র ১৬ ও ১৭ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا oوَالاخِرَةُ خَيْرٌ وَاَبْقىo

'বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দিচ্ছো। অথচ উত্তম ও স্থায়ী হচ্ছে আখিরাত।'

স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং আত্মীয়-স্বজনের প্রতি মানুষের অন্তরে থাকে গভীর অনুরাগ। টাকা-পয়সা ও অন্যান্য সম্পদের প্রতি মানুষ দারুণ আকর্ষণ অনুভব করে থাকে। একটি সীমা পর্যন্ত এই অনুরাগ ও আকর্ষণ আপত্তিকর নয়। কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে গেলেই ঘটে বিপত্তি। তখন মানুষ দুনিয়া-প্রীতিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আর দুনিয়া-প্রীতি মানুষকে আখিরাতমুখী হতে দেয় না। সেই জন্যই আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মানুষকে দুনিয়ার জীবনের প্রকৃত অবস্থা বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যাতে মানুষ দুনিয়ার জীবনের গোলক ধাঁধাঁয় পড়ে প্রতারণার শিকারে পরিণত না হয়।

১৫ নাম্বার আয়াত

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذلِكُمْ ط لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللهِ ط وَاللهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِo

'বল, 'আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো এগুলোর চেয়ে উত্তম জিনিসের কথা? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান, যেখানে তারা থাকবে চিরদিন, পাবে পবিত্রা স্ত্রী, আর আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সব কিছু দেখে থাকেন।'

এই আয়াতের প্রথমাংশে বলা হয়েছে, দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ ও সামগ্রীর চেয়ে অনেক বেশি উত্তম সম্পদ রয়েছে আখিরাতে। আর আয়াতের দ্বিতীয়াংশে বলা হয়েছে যে, সেই উত্তম সম্পদ হচ্ছে জান্নাত, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান এবং যা তাকওয়া অবলম্বনকারী ব্যক্তিদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

যাঁরা জান্নাতে প্রেরিত হবেন তাঁরা অনন্ত কালের জন্য সেখানে স্থায়িত্ব লাভ করবেন।

সেখানে তাঁরা পবিত্রা স্ত্রী পাবেন। সর্বোপরি তাঁরা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের সন্তোষ লাভ করে ধন্য হবেন।

এই আয়াতের শেষাংশে وَاللهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ (আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে দেখে থাকেন) কথাটি যুক্ত করে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন যেন এই ইংগিত দিলেন যে, তিনি অপাত্রে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ দান করেন না। তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখেন। তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাঁরা তাঁকে ভয় করে তাঁদের চিন্তা-চেতনা, ইচ্ছা-সংকল্প ও কর্মকাণ্ডকে পরিশীলিত করে নেন এবং তিনি তাঁদেরকেই পুরস্কৃত করে থাকেন।

১৬ নাম্বার আয়াত

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِo

'যারা বলে, হে আমাদের রব, অবশ্যই আমরা ঈমান এনেছি, আপনি আমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দিন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচান।'

এই আয়াতে যাঁরা আল্লাহকে ভয় করে চলে তাঁদের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই লোকগুলো আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের কাছে গুনাহ মাফের জন্য এবং তাঁদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাবার জন্য বিনীতভাবে দু'আ করতে থাকেন।

১৭ নাম্বার আয়াত

اَلصَّابِرِيْنَ وَالصَّادِقِيْنَ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالأَسْحَارِo

'এরা ছবর অবলম্বনকারী, সত্যনিষ্ঠ, আনুগত্যপরায়ণ, ইনফাককারী এবং রাতের শেষ ভাগে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।'

এই আয়াতে তাকওয়া অবলম্বনকারী ব্যক্তিদের আরো পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

- তাকওয়া অবলম্বনকারী ব্যক্তিগণ ছবর অবলম্বনকারী হয়ে থাকেন।

ছবর অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণ। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আলকুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এই গুণে গুণান্বিত হওয়ার জন্য মুমিনদেরকে তাকিদ করেছেন।

সূরা আলবাকারা-র ১৫৩ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط اِنَّ اللهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ٥

'ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, ছবর ও ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ছবর অবলম্বনকারীদের সংগে আছেন।'

সূরা আলবাকারা-র ১৫৫ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الاَمْوَالِ وَالاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ط وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ٥

'আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো ভীতিপ্রদ পরিস্থিতি ও ক্ষুধা-অনাহার দ্বারা এবং তোমাদের মাল, জান ও আয়-রোজগারের লোকসান ঘটিয়ে। এমতাবস্থায় যারা ছবর অবলম্বন করবে, তাদেরকে সুসংবাদ দাও।'

সূরা আয্-যুমার-এর ১০ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ٥

'ছবর অবলম্বনকারীদেরকে পূর্ণভাবে অগণিত পুরস্কার দেওয়া হবে।'

সূরা আলবাকারা-র ১৭৭ নাম্বার আয়াতের অংশবিশেষে মুত্তাকী ব্যক্তিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ ط

'আর এরা অভাব-অনটন, বিপদ-মুসীবত এবং হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ছবর অবলম্বনকারী।'

- তাকওয়া অবলম্বনকারী ব্যক্তিগণ সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাকেন।

সত্যনিষ্ঠার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

اَلصِّدْقُ طُمَانِيَةٌ وَالْكِذْبُ رِيْبَةٌ٥

'সত্যনিষ্ঠা অবশ্যই প্রশান্তি-নিশ্চিন্ততা সৃষ্টি করে। আর মিথ্যা সন্দেহ-সংশয়-অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে।'

[আবু মুহাম্মাদ হাসান ইবনু আলী (রা), জামে আত-তিরমিযী]

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

اِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ اِلَى الْجَنَّةِ٥

'নিশ্চয়ই সত্য পুণ্যের পথ দেখায়। আর পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়।'

[আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা), ছাহীহ মুসলিম, ছাহীহ আলবুখারী]

সূরা আত্ তাওবাহ-র ১১৯ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মুমিনদেরকে সত্যনিষ্ঠা অবলম্বনের তাকিদ দিয়ে বলেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ٥

'ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহকে ভয় করে চল এবং সত্যনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।'

সূরা আলহাজের ৩০ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ٥

'তোমরা মিথ্যা কথা পরিহার কর।'

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবীরা গুনাহগুলোর মধ্য থেকে মারাত্মক কবীরা গুনাহগুলো চিহ্নিত করতে গিয়ে বলেছেন,

اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قُلْنَا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الاِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ اَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ٥

'সাবধান, আমি কি তোমাদেরকে কবীরা গুনাহগুলোর মধ্য থেকে মারাত্মক কবীরা গুনাহগুলো সম্পর্কে অবহিত করবো?' আমরা বললাম, 'হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর সাথে শিরককরণ, আব্বা-আম্মার অবাধ্যতা" (অতপর হেলান দেওয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসে) তিনি বলতে থাকলেন, 'সাবধান, এবং মিথ্যা কথন।'

[আবু বাকরা (রা), ছাহীহ মুসলিম, ছাহীহ আলবুখারী]

সূরা আলফুরকানের ৭২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর বিশিষ্ট বান্দাদের যেসব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন তার একটি হচ্ছে-

وَالَّذِيْنَ لاَ يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ٥

'এরা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না।'

সূরা আলআহযাবের ৩৫ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন যাঁরা তাঁর ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার লাভ করে ধন্য হবেন তাঁদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন,

وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ٥

'এরা সত্যবাদী-সত্যনিষ্ঠ পুরুষ এবং সত্যবাদী-সত্যনিষ্ঠ নারী।'

- তাকওয়া অবলম্বনকারী ব্যক্তিগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্যশীল হয়ে থাকেন।

সূরা আন্ নূরের ৫১ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللهِ وَرَسُوْلِه لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ط وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ٥

'মুমিনদের কোন কিছু ফায়সালা করার ব্যাপারে যখন তাদেরকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান জানানো হয় তখন তারা এই কথাই বলে, 'আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম' আর এই সব লোকেই সফলকাম।'

সূরা আলে ইমরানের ৩১ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ٥

‘তাদেরকে বলে দাও, তোমরা যদি আল্লাহর প্রতি সত্যি ভালোবাসা পোষণ কর, তাহলে আমার অনুসরণ কর। এতে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দেবেন। এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াবান।’

সূরা আল আহযাবের ২১ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الاخِرَ.

‘প্রকৃতপক্ষে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি আশাবাদী তাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।’

সূরা আল আহযাবের ৩৫ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন তাঁর ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার পেয়ে যাঁরা ধন্য হবেন তাঁদের একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

وَالْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتَاتِ.

‘এরা (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের) প্রতি আনুগত্যশীল পুরুষ ও আনুগত্যশীল নারী।’

- তাকওয়া অবলম্বনকারী ব্যক্তিগণ আল্লাহর পথে অকাতরে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে থাকেন।

আলকুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন মুমিনদেরকে ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহর তাকিদ করেছেন।

সূরা আল হাদীদের ১১ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেন,

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَه لَه وَلَه اَجْرٌ كَرِيْمٌo

‘কে আছে আল্লাহকে করযে হাসানা দেবে যা তিনি বহু গুণ বাড়িয়ে তাকে ফেরত দেবেন? আর তার জন্য রয়েছে সর্বোত্তম প্রতিদান।’

সূরা আলবাকারা-র ২৫৪ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَاْتِىَ يَوْمٌ لاَ بَيْعٌ فِيْهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌo

‘ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আমি তোমাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে ইনফাক কর সেই দিনটি আসার পূর্বে যে দিন কোন বেচাকেনা, কোন বন্ধুত্ব ও কোন সুপারিশ চলবে না।’

সূরা আলে ইমরানের ৯২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেন,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ.

‘তোমরা প্রকৃত পুণ্য লাভ করতে পারবে না যেই পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তুগুলো আল্লাহর পথে ব্যয় না করবে।’

এই সব আয়াতের দাবি পূরণের জন্য খাঁটি মুমিনগণ অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ স্থাপন করে থাকেন।

সূরা আল আহযাবের ৩৫ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন তাঁদেরকে,

اَلْمُصَدِّقِيْنَ وَالْمُصَدِّقَاتِ.

(ইনফাককারী পুরুষ ও ইনফাককারী মহিলা) বলে উল্লেখ করেছেন।

অর্থাৎ তাঁরা আল্লাহর পথে অকাতরে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেন। সমাজের অভাবী ব্যক্তিদের প্রতি তাঁদের সহযোগিতার হাত প্রসারিত হয়। আর আল্লাহর দীনের আওয়াজ বুলন্দ করার কাজে তাঁরা উদারভাবে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে থাকেন।

সূরা আলে ইমরানের ১৩৪ নাম্বার আয়াতে এই ধরনের ব্যক্তিদের পরিচয় তুলে ধরে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেন,

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط

‘যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় (আল্লাহর পথে) অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে, যারা ক্রোধ দমন করে এবং যারা লোকদের দোষ-ত্রুটি মাফ করে দেয়।’

- তাকওয়া অবলম্বনকারী ব্যক্তিগণ শেষ রাতে আল্লাহর নিকট প্রার্থনাকারী হয়ে থাকেন।

সূরা আন্ নিসা-র ১০৬ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেন,

وَاسْتَغْفِرِ اللهَ ط اِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًاo

‘আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান।’

সূরা আন্ নাছর-এর ৩ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেন,

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ط اِنَّه كَانَ تَوَّابًاo

‘তোমার প্রভুর প্রশংসা সহকারে তাঁর তাসবীহ কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি বেশি বেশি তাওবা কবুলকারী।’

সূরা আলআনফাল-এর ৩৩ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেন,

وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَo

‘আল্লাহ এমন নন যে, তুমি তাদের মাঝে থাকা অবস্থায় তিনি তাদের ওপর আযাব নাযিল করবেন। আর আল্লাহ এমন নন যে, লোকেরা ক্ষমা চাইতে থাকবে, আর তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন।’

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

اَيُّهَا النَّاسُ اَفْشُوا السَّلاَمَ وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوْا بِالَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ.

‘ওহে লোকেরা, সালামের প্রসার ঘটাও, (অভাবীদেরকে) আহার করাও, রাতে যখন লোকেরা ঘুমায় সেই সময় ছালাত আদায় কর। তাহলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।’

[আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রা), জামে আত্তিরমিযী]

সূরা আস্-সাজদাহ-র ১৬ নাম্বার আয়াতে খাঁটি মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেন,

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ز وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَo

‘তাঁদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে আলাদা হয়ে থাকে এবং ভয় ও আশা নিয়ে তারা তাদের রবের নিকট দু'আ করতে থাকে। আর আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে তারা ইনফাক করে।’ সূরা আয্-যারিয়াতের ১৫ থেকে ১৯ নম্বর আয়াতে মুত্তাকী মুহসিন ব্যক্তিদের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেন,

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ০اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ০كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ০وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ০وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ০

‘মুত্তাকী ব্যক্তিরা সেদিন বাগান ও ঝর্ণাসমূহের মধ্যে থাকবে। তাদের রব তাদেরকে যা দেবেন তা তারা খুশি হয়ে নিতে থাকবে। তারা সে দিনটি আসার আগে (অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে) মুহসিন হিসেবে জীবন যাপন করেছে। রাতে তারা কমই ঘুমাতো। শেষ রাতে তারা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো। আর তাদের অর্থ-সম্পদে সাহায্যপ্রার্থী ও বঞ্চিতদের হক স্বীকৃত ছিলো।’

৫। শিক্ষা

যেসব তাকওয়াবান ব্যক্তি- (১) সব সময় আল্লাহর কাছে মাগফিরাত চাইতে থাকেন, (২) প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়ে ছবর অবলম্বন করেন, (৩) সর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন, (৪) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে অটল থাকেন, (৫) আল্লাহর পথে অকাতরে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে থাকেন এবং (৬) বিশেষ করে শেষ রাতে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন, আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন তাঁদের জন্য অতুলনীয়-অফুরন্ত নিয়ামতে ভরপুর জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন।

একটি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেন,

اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لاَ خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ.

‘আমি আমার ছালিহ বান্দাদের জন্য এমন সব নিয়ামত মওজুদ করে রেখেছি যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, যার কথা কোন কান কখনো শোনেনি এবং যার ধারণা কোন হৃদয়ে কখনো উদিত হয়নি।’ [আবু হুরাইরা (রা), ছাহীহ মুসলিম, ছাহীহ আলবুখারী]

জান্নাতের সামগ্রীর তুলনায় দুনিয়ার সামগ্রী অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شِرْبَةَ مَاءٍ.

‘আল্লাহর নিকট দুনিয়ার মূল্য যদি একটি মশার ডানার মূল্যের সমান হতো, তাহলে তিনি কোন কাফিরকে এথেকে এক চুমুক পানিও পান করতে দিতেন না।’
[সাহল ইবনু সা'দ (রা), জামে আততিরমিযী]

অতএব এই নগণ্য দুনিয়াকে নয়, আখিরাতের অনন্ত জীবনে মহামূল্যবান জান্নাত প্রাপ্তিকে অগ্রাধিকার দিয়ে আমাদের চিন্তা-চেতনা, কামনা-বাসনা এবং যাবতীয় কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন।

-এ.কে.এম নাজির আহমদ

শয়তানকে তার(জনৈক ব্যক্তি) উপর বিজয়ী করে দিওনা

عن أَبِي هريرة ﷺ، عن النَّبِيّ ﷺ، قَالَ: ((لاَ يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْداً في الدُّنْيَا إلاَّ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ)) مسلم .

আবু হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা মতে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে বান্দাই অন্য বান্দার দোষ-ত্রুটি এ দুনিয়ায় গোপন রাখবে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। [মুসলিম]

وعن أَبِي هريرة ﷺ، قَالَ: سمعت رَسُول الله ﷺ، يقول: ((كُلُّ أُمَّتِي مُعَافى إلاَّ المُجَاهِرِينَ، وَإنَّ مِنَ المُجَاهَرَةِ أنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ باللَّيلِ عَمَلاً، ثُمَّ يُصْبحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيهِ، فَيقُولُ: يَا فُلانُ، عَمِلتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصبحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْه)) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছিঃ ‘আমার উম্মতের সবার গুনাহ্ ক্ষমা করা হবে; কিন্তু (অন্যের) দোষ-ত্রুটি প্রকাশকারীদের গুনাহ ক্ষমা করা হবে না।’ দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করার ধরণ হলোঃ কোন ব্যক্তি রাতের বেলা কোন কাজ করল, তারপর সকাল হল। আল্লাহ্ তার এ কাজ গোপন রাখবেন। কিন্তু লোকটি (সকাল বেলা) বলবেঃ হে অমুক, আমি গতরাতে এই কাজ করেছি অথচ সে রাত যাপন করেছিল এমন অবস্থায় যে আল্লাহ তার কাজগুলো গোপন রেখেছিলেন। কিন্তু সকাল বেলা সে আল্লাহর এই আড়ালকে সরিয়ে ফেলল। [বুখারী ও মুসলিম]

وعن أَبِي هريرة ﷺ،عن النَّبِيّ ﷺ، قَالَ:((إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتبيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتِ الثَّانِيَةَ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ))مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা মতে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন বাঁদী যেনা করলে এবং তা প্রমাণিত হলে তার ওপর বেত্রদণ্ড কার্যকর করতে হবে। কিন্তু তাকে গালমন্দ বা ভীতি প্রদর্শন করা যাবে না। সে দ্বিতীয়বার যেনা করলে এবং তা প্রমাণিত হলে তার উপর বেত্রদণ্ড কার্যকর করতে হবে। কিন্তু তাকে গালমন্দ বা ভীতি প্রদর্শন করা যাবে না। সে যদি তৃতীয়বার যেনায় লিপ্ত হয়, তবে তাকে বিক্রি করে দিতে হবে, তা একটি পশমী রশির বিনিময়ে হলেও। [বুখারী ও মুসলিম]

وعن أَبِي هريرة ﷺ ، قَالَ : أُتِيَ النَّبِيّ ﷺ برجل قَدْ شَرِبَ خَمْراً ، قَالَ : ((**اضْرِبُوهُ**)) قَالَ أَبُو هريرة : فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ ، والضَّارِبُ بِنَعْلِهِ ، وَالضَّارِبُ بِثَوبِهِ . فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ بَعضُ القَومِ : أخْزَاكَ الله ، قَالَ : ((**لا تَقُولُوا هكَذا ، لاَ تُعِينُوا عَلَيهِ الشَّيْطَانَ**)) رواه البخاري .

আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তিকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ধরে নিয়ে আসা হলো। লোকটি মদ পান করেছিল। তিনি আদেশ দিলেনঃ তাকে প্রহার করো। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমাদের মধ্যে কেউ তাকে হাত দিয়ে, কেউ জুতা দিয়ে এবং কেউবা কাপড় দিয়ে প্রহার করলো। যখন সে ফিরে যাচ্ছিল কতিপয় ব্যক্তি বলেন, আল্লাহ তোমায় অপদস্ত করেছেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ 'এরূপ কথা বলোনা; শয়তানকে তার উপর বিজয়ী করে দিওনা।' [বুখারী:]

খাবার ও পানীয় গ্রহণে ডান হাতের গুরুত্ব

কোন জাতির জন্য তার সংস্কৃতি হচ্ছে তার পরিচয়, স্বকীয়তা, টিকে থাকার হাতিয়ার। সংস্কৃতির বিলুপ্তিতে কখন যে জাতীয় বিলুপ্তি সাধিত হয়ে পড়বে, তা টেরই পাওয়া যাবে না। তাই সংস্কৃতির লালন ও সম্প্রসারণের মধ্যেই রয়েছে জাতির উন্নতি, অগ্রগতি, সর্বোপরি ধরাপৃষ্ঠে বহাল থাকার চাবিকাঠি। আসুন মুসলিম জাতির সংস্কৃতি জানি, মানি ও জানাতে সচেষ্ট হই।

খাবার ও পানীয় গ্রহণ মানবের আবশ্যক প্রয়োজন। এ গ্রহণ সুবিধার জন্য স্রষ্টা আমাদেরকে নানা কারুকাজে ভারা দু'টি হাত দিয়েছেন। সকল প্রশংসা তাঁর জন্য। তিনি আমাদের জন্য ডান ও বাম; দু'টি দিক সৃষ্টি করেছেন এবং ডানকে সকল ভাল ও সুন্দর কাজের জন্য পছন্দ করেছেন। আর বামকে নির্দিষ্ট করেছেন মন্দ ও নানা প্রকার নাপাক অথচ প্রয়োজনীয় কাজের জন্য। খাবার গ্রহণ, নিশ্চয়ই মানুষের জন্য একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়, হালাল-হারাম বিবেচনার বিষয়। তাই খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদের জন্য ডানহাতকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

عن جابر ﷺ قَالَ : قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ : ((**لاَ تَأكُلُوا بالشِّمَالِ ، فَإنَّ الشَّيْطَانَ يَأكُلُ ويَشْربُ بالشِّمَالِ**)) . رواه مسلم .

জাবের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা বাম হাতে খাবার গ্রহণ করো না, কেননা শয়তান বাম হাতে খায় ও পান করে।" [মুসলিম: ৮/১০৮(২০১৯)(১০৪)]

অতএব, মুসলিম জাতির অন্তর্ভুক্তির দাবীদার প্রতিজন মুসলিমের যারাই অজ্ঞতা, অবহেলা, পরচর্চা, ফ্যাশনচিন্তা কিংবা স্বার্থের কারণে কাউকে খুশী করার জন্য বাম হাতে খাবার গ্রহণ ও পানীয় গ্রহণ করে থাকেন, তাদের উচিত উপরোক্ত হাদীসের দলীলের ভিত্তিতে অনতিবিলম্বের ফিরে আসা। এ মুহূর্ত থেকেই ডান হাতে খাবার গ্রহণ ও পানীয় গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া ও এ উত্তম কাজে বাম হাতকে ব্যবহার না করা। উচিত নিজস্ব সংস্কৃতির চর্চা করার মাধ্যমে পার্থিব ও পারলৌকিক সাফল্য লাভের উপায় অনুসন্ধান করা। আল্লাহই একমাত্র তৌফিক দাতা।

~*~

www.banglatafheem.com -তাফহীমুল কুরআন। এখন সম্পূর্ণ তাফসীরটি

ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে উপরের ঠিকানায়। এমনকি সফ্টওয়্যার আকারে ডাউনলোড করে অফলাইনে পড়ার সুবন্দোবস্তও রয়েছে। আজই ভিজিট করুন এবং বন্ধুদের জানিয়ে দিন।

-প্রচারে: সময়নির্মাণ ওয়েব কমিউনিটি।

ইসলামী শিক্ষা বনাম সাধারণ শিক্ষা

মূল: আব্দুস সামাদ
অনুবাদ: মুহাম্মদ নূরুল্লাহ্ তারীফ

বান্দার দ্বীনদারি ও পরহেযগারির কেন্দ্রবিন্দু হলো- কল্যাণকর জ্ঞান ও নেকআমল, এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। অনুরূপভাবে সর্বস্তরের মুসলমান এ কথা স্বীকার করেন, সে জ্ঞান ও আমল নির্ভরশীল হতে হবে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর (আদর্শ) ওপর। যে কিতাব বাতিলের ধরা-ছোঁয়ার উর্ধ্বে এবং যে রাসূলকে (সাঃ) আল্লাহ্ তাআলা সঠিক নির্দেশনা ও সত্য ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যেন সকল ধর্মের উপরে তিনি এই ধর্মকে বিজয়ী করতে পারেন। কিতাবটির হেফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ্ তাআলা নিজেই নিয়েছেন, তিনি বলেন: " নিশ্চয় আমরা স্মরণিকা (কুরআন) নাযিল করেছি, নিশ্চয়ই আমরা এর হেফাযতকারী।"[সূরা হিজর, আয়াত ১৫:৯] আর সুন্নাহকে হেফাযত করার জন্য প্রখর ধীশক্তির অধিকারী একদল চৌকষ ব্যক্তিবর্গকে সামর্থ দিয়ে যাচ্ছেন, যারা বেদাতীদের বিকৃতি থেকে, সুযোগ সন্ধানীদের অপদাবী থেকে এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে রাসূলের সুন্নাহকে রক্ষা করে আসছেন।

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার কারণে এ উম্মতের শুরুর কালটা ছিল সোনালী যুগ। আর এদু'টোকে ছেড়ে দেয়ার সাথে সাথে দুর্গতি শুরু হয়। অতএব এ উম্মতের শেষ প্রজন্মের সংশোধন ও পুররায় সেভাবে সাধিত হবে যেভাবে প্রথম প্রজন্মের সংশোধন সাধিত হয়েছিল। যতদিন উম্মতে মুসলিমা এ দু'টোকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল ততদিন ধর্মীয় ব্যাপারে তারা নিরাপদে ছিল। কিন্তু হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষ দিকে এসে উম্মাহ্ এদু'টো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অষ্টম শতকের আল্লামা, ইসলামের সূর্য, হাদীসের হাফেজ মুহাম্মদ বিন আহমাদ যাহাবী তার "তাযকিরাতুল হুফফাজ"- 'হাদীসের হাফেজদের স্মারক' নামক গ্রন্থে [খ:১, পৃ:৩২৮] বলেন, "দ্বিতীয় শতকের প্রারম্ভে মামুন খেলাফত লাভ করার পর শিয়াবাদ মাথাছাড়া দিয়ে উঠে, এ মতবাদের আসল চেহারা প্রকাশ পায়, যুক্তিশাস্ত্রের প্রকাশ ঘটে, প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র গ্রীক তর্কবিদ্যার আরবী অনুবাদ করা হয়, জ্যোর্তিবিদ্যার সূচনা ঘটে- এভাবে সম্পূর্ণ অভিনব নিস্ফলা ধ্বংসাত্মক এক শাস্ত্রের জন্ম হয় যে শাস্ত্রের সাথে নবুয়তী জ্ঞানের কোন সাযুজ্য নেই, মুমিনদের একত্ববাদের কোন মিল নেই- অথচ এর আগে উম্মাহ্ এসব আপদ থেকে নিরাপদে ছিল।" আরেকটু অগ্রসর হয়ে যাহাবী বলেন, "তালিবে ইলমের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়, হাদীস ও সুন্নাহর শত্রুরা তালিবে ইলমকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু করে। তৎকালীন আলেমসমাজ ইসলামের শাখা বিধানগুলোর ক্ষেত্রে কোনরূপ বাছ-বিচার ছাড়াই পূর্ববর্তীদের অনুকরণে (তাকলীদে) ব্যাপকভাবে আসক্ত হয়ে পড়ে এবং প্রাচীনদর্শন ও যুক্তিবাদীদের যুক্তির প্রতি ঝুঁকে পড়ে, অথচ এসব দর্শন ও যুক্তিমালার অধিকাংশই ছিল তাদের কাছে অবোধ্য।"

আধুনিক জ্ঞানের প্রসার:

এভাবে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর পর থেকে যাহাবীর যুগ পেরিয়ে আমাদের যুগাবধি কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান বিলুপ্ত হতে থাক। কিন্তু বিগত প্রতিটি শতাব্দীতে আল্লাহ্ তাআলা কোন না কোন একজন আলেমকে নিয়োজিত করেছেন কুরআন ও সুন্নাহর সংরক্ষণে এবং এ দু'টির হারানো ঐহিত্যকে পুনরূদ্ধারে। "এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতের একটি দল সঠিক পথে অটল থাকবে।"

সময় যত অগ্রসর হচ্ছে, এ উম্মতের অবস্থা ততই খারাপে যাচ্ছে - এটাই তো বান্দার জন্য আল্লাহ্ তাআলার চিরন্তন নিয়ম- আমরা দেখতে পাচ্ছি- সময় বদলে গেছে। মানুষ নবুয়তী জ্ঞান বাদ দিয়ে নিরেট বস্তুবাদী জ্ঞানে দীক্ষিত হচ্ছে। এ যুগের মানুষের মাঝে আল্লাহর বাণীর সত্যতা ফুটে উঠেছে- "অতঃপর যা দিয়ে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হতো, তারা যখন তা ভুলে গেল, তখন আমরা তাদের জন্য সবকিছুর দরজা উন্মোচন করে দিলাম।"[সূরা আনআম ৬:৪৪] আজ জ্ঞান বলতে বুঝায় পদার্থবিদ্যা, ধাতব্যবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, প্রকৌশলবিদ্যা, অর্থনীতি, ব্যবসা শিক্ষা, নির্মাণশাস্ত্র। এসব জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত হওয়ার পর মানুষের মাঝে কল-কারখানা, শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার হিড়িক পড়ে যায়। এভাবে অর্জিত হয় অঢেল সম্পদ ও অবাধ বিলাসিতা। "যারা দুনিয়া ও এর শোভা কামনা করে আমরা দুনিয়াতেই তাদের কর্মফল পুরোপুরি দিয়ে দিই, এখানে তাদেরকে কম দেয়া হবে না।"[সূরা হুদ ১১:১৫]

এহেন পরিস্থিতিতে মুসলিম সমাজে "ইলম-ঈমান ও নেকআমলের অস্তিত্ব আশা করা যায় কিভাবে? অথচ এ দু'টি ছাড়া একজন মুসলমানের দুনিয়া ও আখেরাতে নাজাত হবে না। সত্যি, আজ কুরআন-সুন্নাহর নামটা ছাড়া আর কিছু বাকী নাই, এ দু'য়ের আমল বলতে শুধু কপিকরণটাই আছে। এ যেন নবীজির (সাঃ) এর বাণীর বাস্তব প্রমাণ- "ইসলামের শুরুটা ছিল নিঃসঙ্গ, এবং অচিরেই ইসলাম সঙ্গীহীন হয়ে পড়বে, ঠিক যেভাবে শুরু হয়েছিল।" নিকট অতীতে আপদটা ছিল- অর্বাচীন সব বিদ্যা নিয়ে মেতে থাকা। আর আজকের আপদ হলো ভোগবাদী বিদ্যাগুলো নিয়ে ব্যস্ত হওয়া। আর এ দু'টিই হচ্ছে- সকল অনিষ্টের মূল।

সঠিক অবস্থান কী হওয়া উচিত?

অনুগ্রহমণ্ডিত এ উম্মাহর অধিকাংশ ব্যক্তি উম্মাহর গৌরবময় জ্ঞানভান্ডারের ব্যাপারে বেখবর। বস্তুবাদী জ্ঞানের চাকচিক্যে, পৃথিবীর সুমিষ্ট স্বাদ পেয়ে তারা তাদের নবীর রেখে যাওয়া কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের কথা বেমালুম ভুলে গেছে। কিন্তু এতে আল্লাহর অথবা আল্লাহ্ মনোনীত বান্দাদের কিছু আসে যায় না। কারণ ইলম ও ঈমান তাদের স্বমর্যাদাতে অটুট আছে। এ দুয়ের ধারণকারীরা এদের মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক অবহিত। "অতএব এরা যদি এসবকে (কিতাবসমূহ, হিকমত ও নবুয়তকে) অস্বীকার করে, তবে আমরা এসবের (সুরক্ষার) দায়িত্ব এমন সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত করেছি যারা এসবের অস্বীকারকারী নয়।"[সূরা আনআম ৬:৮৯]

পুরাকালের বা আধুনিকযুগের প্রকৃত জ্ঞান কোনটি? আল্লাহ্ তাআলা তার রাসূলদেরকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং যার মাধ্যমে তিনি সৃষ্টিকুলকে তার ধর্মের ও ধর্মীয় অনুশাসনের পথ দেখিয়েছেন, তা ছাড়া অন্য আর কী? আলেম (জ্ঞানী) কারা? জ্ঞানের চাহিদামাফিক আমলদার, আল্লাহভীরু ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ কী? "আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একমাত্র আলেমরাই তাঁকে ভয় করেন।"[সূরা ফাতির ৩৫:২৮]

এই জ্ঞানের বিপরীতে রয়েছে আধুনিক জ্ঞান। যে জ্ঞান তার ধারককে পৃথিবীতে অমরত্ব লাভের, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণের পথ দেখায়। এ জ্ঞানের সর্বশেষ অর্জন হচ্ছে গণবিধ্বংসী আনবিক বোমা আবিষ্কার।[প্রবন্ধটির জন্মলগ্নে পারমানবিক বোমা আবিষ্কৃত হয়নি] এ বোমা আবিষ্কার শেষ হতে না হতেই তারা অনুতপ্ত হয়েছে। "তাদের কাছে যখন তাদের রাসূলেরা সুস্পষ্ট প্রমানাদি নিয়ে আগমন করলেন, তখন তারা তাদের জ্ঞান গরিমার দম্ভ প্রকাশ করেছিল। এবং তারা যে বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত সেটাই তাদেরকে গ্রাস করে নিল।"[সূরা মুমিন, ৪০:৮৩]

যেহেতু এ যুগে এসব জ্ঞান না শিখলে মুসলমানদের জীবন ও জীবিকার চাকা বন্ধ হয়ে যাবে, তারা সমরশক্তিতে পিছিয়ে পড়বে, শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারবে না, সেহেতু এসব জ্ঞান অর্জন করা ছাড়া মুসলমানদের কোন গত্যন্তর নাই। তাই অন্যান্য বৈষয়িক উপায়-উপকরণের মত এসব জ্ঞান আয়ত্ব করাতে কোন দোষ নেই। "(হে রাসূল) বলুন, আল্লাহ্ তার বান্দাদের জন্য যে সাজ উৎপাদন করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যসমূহ হারাম করেছে কে? আপনি বলুন, এসব নেয়ামত পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্য।"[সূরা আরাফ, ৭:৩২] আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সাধ্যানুযায়ী সকল শক্তি প্রস্তুত রাখ।"[সূরা আনফাল, ৮:৬০]

মুমিনদের জন্য আধুনিক জ্ঞান অর্জন করা যখন বৈধ তখন কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন না করলেও কী চলে? নাকি তাদেরকে কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন করতেই হবে? জবাবে বলা হবে- যে জ্ঞানের উপর নির্ভর করে আছে মুমিনদের ধার্মিকতা, তাদের ইহকালীন ও পরকালীন যাবতীয় কল্যাণ, এমন জ্ঞান অর্জন না করলে কিভাবে চলবে? সুতরাং সব কিছুর আগে তাদের উপর কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন করা ওয়াজিব। কিন্তু আধুনিক জ্ঞান কতটুকু শিখতে হবে?

এ দু'জ্ঞানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা:

যদি আমরা দুনিয়ার জীবনকে, মৃত্যুর পরের যে জীবনের অপেক্ষায় আমরা আছি সে জীবনের সাথে তুলনা করি তাহলে এর সঠিক জবাব পাওয়া যাবে। সত্তাগতভাবে আধুনিক জ্ঞান নিছক দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান এমন নয়। বরং কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে সঠিক পথের দিশা দেয়। তাছাড়া আধুনিক জ্ঞানের বিকাশে, প্রযুক্তি বিদ্যা প্রণয়নে, প্রযুক্তির ব্যবহারে কাফের-মুসলিম সবাই সমান। কিন্তু কাফের ব্যক্তি এ জ্ঞানগুলোকে নিছক দুনিয়াবী স্বার্থে ব্যবহার করে। পক্ষান্তরে মুসলিম ব্যক্তি অপরাপর বিষয়ের ন্যায় এ জ্ঞানগুলোকেও তার দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণে ব্যবহার করে।

কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহকে জানা, তার একত্ববাদকে জানা, এককভাবে তার ইবাদত করার পদ্ধতি শেখা। এ লক্ষ্যেই দুনিয়া এবং এর মধ্যস্থিত সবকিছুকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কারণেই জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আধুনিক জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য হলো- ঐ অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য মাধ্যম হিসেবে নশ্বর বস্তুবাদী সুবিধা অর্জন। আর এ দু'উদ্দেশ্যের মাঝে ফারাক হলো- ইউসুফ (আঃ) কে ক্রয় ও গুটিকতক দিরহামের মাঝে যে তফাৎ সে তফাৎ। এ দু'টির ফারাক হলো- আল্লাহর যিকির, তাঁকে ভালোবাসা এবং পানাহার ও পরিধানের মাঝে যতটুকু তফাৎ ঠিক ততটুকু তফাৎ। দ্বিতীয়টি- আল্লাহ্ যাদেরকে ভালোবাসেন অথবা যাদেরকে ভালোবাসেন না, সবাই পেতে পারে। কিন্তু প্রথমটি কেবল আল্লাহ্ যাদেরকে ভালোবাসেন তারাই পেয়ে থাকে। এতেই বুঝা যায় কোন জ্ঞান অগ্রাধিকার পাবে? এবং দু'টির মর্যাদার তারতম্য কতটুকু?

অতএব মুসলমানকে যেহেতু আধুনিক জ্ঞানও শিখতে হবে এবং কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করাও তার জন্য আবশ্যকীয় সুতরাং তার উচিত উল্লেখিত তারতম্যটাকে মনে রেখে এ দু'টোর উপরই গুরুত্ব দেয়া। উদাহরণত যদি কোন ছাত্র গণিত, কৃষিশিক্ষা ও রসায়ন অধ্যয়নে এক ঘন্টা সময় ব্যয় করে তাহলে কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ অধ্যয়নে তার ন্যূনতম দুই ঘন্টা সময় ব্যয় করা উচিত। এর বিপরীতটা করা সমীচীন হবে না।

সাধারণ শিক্ষা কারিকুলাম থেকে দ্বীনি শিক্ষা উঠিয়ে দেয়ার কুফল:

ছাত্র সে যে স্তরেরই হোক না কেন, ইসলামী শিক্ষাকে বাদ দিয়ে শুধু বৈষয়িক শিক্ষায় তার সম্পূর্ণ সময় ব্যয় করবে, এ চিন্তাও করা যায় না। ইদানিং ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসী পাশ্চাত্যের জাতিসমূহের অনুকরণে মুসলিম বিশ্বে যেসব বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে লেগেছে সেগুলোতে এটাই হচ্ছে। এর ফলে ছাত্ররা কল্যাণকর জ্ঞান ও নেক আমল থেকে বঞ্চিত হবে। কারণ মানবাত্মা নগদের প্রতিই বেশী আগ্রহী; বিশেষত সে নগদটা যদি পার্থিব কিছু হয়। আর বাকীর প্রতি বিরাগী। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "কক্ষনো নয়, বরং তোমরা ইহকালকে ভালোবাস। আর পরকালকে উপেক্ষা কর।"[সূরা কিয়ামাহ, ৭৫:২০,২১] এ কারণে রাসূল (সাঃ) কুরআনের হাফেজকে মুখস্তকৃত অংশটাকে বিরতহীনভাবে পুনঃ পুনঃ পাঠ করার উপর জোর তাকিদ দিয়েছেন। যেহেতু কুরআনে কারীম লাগামের জন্য প্রস্তুতকৃত উটের চেয়েও অবাধ্য।

হ্যাঁ, পরিপূর্ণভাবে পার্থিব জ্ঞান অর্জনে আত্মনিয়োগ করা তাদের জন্য সমীচীন হবে যাদের জন্য আখেরাতে কোন প্রাপ্তি নেই, যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ প্রত্যাশা করে না। দুনিয়ার জীবন নিয়ে যারা সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত। আর মুমিন, যিনি দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ প্রত্যাশী, তার তো সে সুযোগ নাই। যেহেতু মুমিন এমন এক ব্যবসার আশ্বাসী যে ব্যবসাতে লোকসান নাই।

মুসলমানেরা জাগতিক জ্ঞান নিয়ে যতই মগ্ন থাকুক না কেন, কল-কারখানা ও পরীক্ষাগারে জাগতিক জ্ঞানের যতই প্রয়োগ ঘটাক না কেন, কোন অবস্থাতে কোন সময়ে ফরজ ইবাদত আদায়ের ব্যাপারে তাদের গাফেল হওয়ার সুযোগ নেই। আর ইলমে দ্বীন

তাদেরকে তাদের ইবাদত-বন্দেগী আদায়ের সঠিক নির্দেশনা প্রদান করে। বিশেষভাবে আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের কথা উল্লেখ করছি। নামাজ হচ্ছে ইসলামের ভিত্তি। কোন গবেষণা ল্যাবে অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অথবা অফিস-আদালতে থেকে নামাজ পরিত্যাগ করার কোন সুযোগ নাই।

ইসলামে নামাজের মর্যাদা:

কুরআন ও সুন্নাহর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশটি হচ্ছে- নামাজ কায়েম করা। উমর ফারুক (রাঃ)- যিনি ছিলেন ইসলামের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক শাসক- নামাজের মর্যাদাকে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আর কেউ সেভাবে করতে পারেননি। তিনি তার অধীনস্থদের কাছে লিখতেন "আমার কাছে তোমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে- নামাজ। যে ব্যক্তি নামাজের হেফাযত করে, নামাজকে রক্ষা করে সে যেন গোটা দ্বীনকে রক্ষা করে। আর যে ব্যক্তি নামাজের খেয়ানত করে, সে অন্য ক্ষেত্রে আরো বেশী খেয়ানতকারী।"

কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের এটাই মূলদাবী। কিন্তু বড় আশ্চর্যের ব্যাপার হলো- ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায় ইসলামী নিদর্শনগুলোর মধ্যে সর্বাগ্রে বিলুপ্ত হয় নামাজ। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবীজির আমলে মানুষের অবস্থা যেমন ছিল সে অবস্থার পরিবর্তন দেখে, বিশেষত নামাজ কায়েমের ব্যাপারে মানুষের অবহেলা দেখে তিনি আফসোস করেছেন এবং এ অবস্থার নিন্দা করেছেন। এ কথা জানা যায়- নামাজের প্রাণ, নামাজীর একাগ্রতা সাহাবীদের যুগ থেকেই হারিয়েছে। হুযাইফা (রাঃ) বলেন, "আমার আশংকা হচ্ছে- অচিরেই তুমি জামে মসজিদে প্রবেশ করবে, কিন্তু নামাজীদের মধ্যে একাগ্রচিত্তের কোন নামাজী পাবে না।" অতএব জানা গেল ইসলামী জ্ঞান অর্জনের মূল উদ্দেশ্য হলো- আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের বাস্তব প্রতিফলন ঘটানো, শুধু অর্জন নয়।

নিছক ছাত্রত্ব ও আমলের উদ্দেশ্যে ইলম অর্জনের মাঝে পার্থক্য:

এ কারণে আল্লাহভীরু আলেমরা আমলবিহীন ইলম অর্জনের আগ্রহ বেড়ে যাওয়াকে চরম ভয় করতেন। কুরআনে কারীমে যে আধিক্যলিপ্সার তিরস্কার করা হয়েছে- এটাও সে শ্রেণীর। সুফিয়ান সওরী - যাকে হাদীস শাস্ত্রে মুমিন উম্মতের ইমাম বলা হয়- (মৃ ১৬১হিঃ) বলেন, হাদীসের জ্ঞান অর্জন তো মৃত্যুর প্রস্তুতিমূলক নয়, বরং তা হলো এমন এক ব্যধি যা নিয়ে সুপুরুষরাই ব্যতিব্যস্ত হয়।" ইমাম যাহাবী (রাঃ) উক্ত বাণীটি উদ্ধৃত করার পর বলেন, "আল্লাহর শপথ! তিনি সত্য বলেছেন। নিশ্চয় হাদীসের জ্ঞানার্জন এক জিনিস, আর হাদীস এক জিনিস।" আরেকটু সামনে এগিয়ে যাহাবী বলেন, "যদি হাদীস শাস্ত্রের মধ্যেও ভেজাল ঢুকতে পারে তাহলে যুক্তিবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র ও প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র, যেগুলো ঈমান ছিনিয়ে নেয়, সন্দেহ ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে সেগুলোর অবস্থা কি হতে পারে? আল্লাহর শপথ এ শাস্ত্রগুলোর অস্তিত্ব সাহাবীদের ইলমও নয়, তাবেয়ীদের ইলমও নয়।"[তাযকিরাতুল হুফফাজ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৫]

সুফয়ান সওরী বলেন, "এই জ্ঞান অর্জন করতে হবে, এর মাধ্যমে আল্লাহকে ভয় করার জন্য। আর এ দিক থেকেইতো এ জ্ঞানের মর্যাদা বেশী। তা না হলে এ জ্ঞানও অন্যান্য জ্ঞানের ন্যায় বিবেচিত হতো।" এসব সত্ত্বেও সবচেয়ে উত্তম জ্ঞান হলো- কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান। সুফিয়ান সওরী আরো বলেন, "নিয়ত যদি খাঁটি হয় তাহলে হাদীসের জ্ঞানার্জনের চেয়ে উত্তম কোন আমল নেই।" অর্থ্যাৎ যদি এ জ্ঞান অর্জন করা হয় একনিষ্ঠভাবে আমল করার জন্য, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়।

সমাপ্ত

লেখক পরিচিতি: আব্দুস সামাদ শারাফুদ্দিন, ভারতের এই মহান আলেমে দ্বীন জীবনভর স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করেন। ৫০ এর দশকে আনুমানিক ৫০ বছরে তিনি পবিত্র হজ্বব্রত আদায় করার উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন। এখানে এসে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। তিনি আর দেশে না ফিরে মক্কার দারুল হাদীস মাক্কীয়া ইন্সটিটিউটে ভর্তি হন। আরবী ভাষা আত্মস্থ করেন এবং হাদীস শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেন। ইবনে হাজার আসকালানী প্রণীত ছয়টি হাদীস গ্রন্থের ইনডেক্স গ্রন্থ “তুহফাতুল আশরাফ” নামক গ্রন্থের পাঠোদ্ধার ও সম্পাদনার মহান কাজটি আঞ্জাম দিয়ে খ্যাতি লাভ করেন। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকাতে তিনি যে প্রবন্ধটি লিপিবদ্ধ করেছেন সেটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাংলাভাষাভাষী পাঠকদের জন্য অনুবাদ করা হল।

বিঃদ্রঃ শিরোনামটি অনুবাদকের সংযোজিত।

যোগাযোগ: mntarif2003@yahoo.com

বোধোদয়

মো: মাসুম বিল্লাহ আল-মাদানী

পাখির গুঞ্জরণ, আজানের সুমধুর ধ্বনী, নদীর কলতান আর জান্নাতী বাতাসের মাঝে পূর্ব গগ ণে সূর্য মামার হাসিতে যেখানে সকালের আগমন ঘটে, সে আমার প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। ছোট্ট ভূখন্ডের এ দেশটি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী বাহিনীর সাথে দীর্ঘ নয়টি মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে র পর অবশেষে স্বাধীনতা লাভ করে। পাকিস্তানীদের থেকে আলাদা হওয়ার উদ্দেশ্য গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য হলো, নিজেরা দেশটাকে স্বনির্ভর, উন্নত, শাষক গোষ্ঠীর নির্যাতন থেকে মুক্ত, ধনী-গরী বের ভেদাভেদ দূর করে বিশ্বের বুকে একটি শৃংখল জাতি হিসাবে নিজেদের তুলে ধরা।

এ দেশটা প্রাকৃতিক সম্পদের পাশাপাশি মানব সম্পদে পরিপূর্ণ। মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানীর ভাষায়, "আমাদের রয়েছে বিশাল মানব সম্পদ, এ দেশের পাঁচ কোটি মানুষের দশ কোটি হাতকে কাজে লাগিয়ে দেশটাকে সোনার দেশে পরি ণত করতে হবে।" আজ স্বাধীনতার চল্লিশ বছর শেষেও মানুষ শাষক গোষ্ঠীর নির্যাতন থেকে মুক্ত হয়নি, মানুষের অভাব-অভিযোগ কমেনি, দারিদ্রতা হ্রাস পায়নি, প্রতিনিয়ত খুন, ধর্ষণ , লুট-পাট বেড়েই চলছে। মসজিদে এখনো আযান হয় কিন্তু মানুষ পরিপূর্ণ ইসলাম এখনো বুঝেনি।

যার কারণে শতকরা নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশে দিন দিন মাজারের সংখ্যা বেড়েই চলছে। মন্দির ও গীর্জার সংখ্যাও বাড়ছে বহুগু ণে। যার কারনে আজ স্বাধীন দেশ হয়েও মানুষ স্বাধীনতার নাগাল পাচ্ছে না।

আদরের সন্তানকে জ্ঞার্নাজনের জন্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে পাঠিয়ে বাবা-মাকে শংকায় থাকতে হয়, সন্তান কখন লাশ হয়ে ফেরে? মা-বোনকে ঘরের বাইরে পাঠালে আশংকায় থাকতে হয় ইভটিজিং থেকে বাঁচতে পারে কিনা? টাকা-পয়সা, মোবাইল সেটসহ মূল্যবান কিছু নিয়ে যাতায়াত করলে ডাকাত ছিনতাইকারীর কবল থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে কিনা? আজ বাংলাদেশে মানুষের স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই। কেউ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠলে তাকেই উল্টো রিমান্ড, জেলসহ নানাবিদ ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হয়। আজ গোটা দে শ জুড়ে চলছে হত্যা, ধর্ষণ, ঘুষ, নির্যাতন, রাজনৈতিক নিপীড়ন, নিজস্ব সংস্কৃতির অবক্ষয়ে নগ্ন বেহায়াপনা, নীরব দূর্ভিক্ষ, দুর্বল ও অসহায় মানুষের উপর সবলের নির্যাতন, অসত্যকে সত্য, অন্যায়কে ন্যায় করা এবং মান বাধিকারের বিচার করা হচ্ছে মানবাধিকার লংঘন করে। মুসলমানদের তাহযীব-তামাদ্দুন ধ্বংস করার জন্য ইয়াহুদীদের এজেন্টরা বিভিন্ন অপতৎপরতা চালাচ্ছে। তারা ইমামদের সম্মেলনে অমুসলিম তরুন-তরুনীদের নগ্ন নৃত্য পরিবেশন, আল্লাহর দেয়া আইন কে পরি বর্তন, ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ, সংবিধান থেকে রাষ্ট্র ধর্ম ইসলামকে তুলে দেয়া, আগামী প্রজন্মকে ইসলাম শূন্য করে ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানদের মতাবলম্বী বানাতে ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষানীতি প্রণয়নের মত কর্মসূচী বাস্তবায়ন, ধর্মীয় পোষাক নিষিদ্ধ এবং ধর্মের পক্ষে যারা কথা বলে ও কাজ করে তাদেরকে মৌলবাদী, জংগী, রাজাকার বিভিন্ন উপাদি দিয়ে গ্রেপ্তার, রিমান্ড, নির্যাতন এমনকি খুন করাতেও দ্বিধাবোধ করে না। ন্যায় বিচার আজ গুমরে কাঁদে, আদালতে আজ ন্যায় বিচার পাওয়া যায় না | যিনি বিচারক তিনি অন্যায়ভাবে বিচারক হয়েছেন , তাই তার কাছ থেকে মানুষ ন্যায় বিচার আশা করতে পারেনা। দেশপ্রেমিক ও সৎ অফিসারদের ওএসডিতে পাঠানো, অযোগ্য ও অসৎ লোকদের হাতে প্রশাসন হস্থান্তর করে প্রশাসনে অবাধে দূর্নীতি করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে, দেশের ভূ-খন্ডকে বিদেশীদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য পরিকল্পিত ও সূক্ষ্মভাবে সামরিক শক্তিকে দু র্বল করতে সৎসাহসী ও দেশ প্রেমিক সেনা অফিসারদের নির্মমভাবে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। যার ফলে সীমান্ত এলাকায় প্রতিনিয়ত বেসামরিক বাংলাদেশী নাগ রিকদের নির্বিচারে পাখীর মত গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে | ভারতীয়রা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মাছ ধরা, ধানকাটা ও কৃষকদের অপহরণ করে নিয়ে যায়, আহত করে, এমনকি হত্যা করে। ভারত এ দেশের গ্যাস দ্বারা উপাদিত বিদ্যুৎ এদে শের কাছে অধিক মূল্যে বিক্রি করে অথচ বাংলাদেশ সরকার এ দেশের পাঠ্য পুস্ত ক ভারতীয় কোম্পনীকে ছাপাতে দিয়েছে, তারা বেশী টাকা নিয়েও নিম্ন মানের বই দিয়েছে।

সত্যিকারের স্বাধীনতার যে স্বপ্ন দেখেছি আমরা, পনর কোটি মানুষের ত্রিশ কোটি হাতকে কাজে লাগিয়ে স্বনির্ভরতা অর্জন করে বিশ্বের বুকে গৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁ ড়াবার যে স্বপ্ন বুকে লালন করছি, আজো তা স্বপ্ন হয়েই আছে। অমরা যা পেলাম তা হলো, সারা বিশ্বে আমরা একটি নিকৃষ্ট ও অবহেলিত জাতি। আমার দেশের ত্রিশ কোটি হাত ভেঙ্গে দিয়ে

শ্রম বাজার দখল করেছে ভারত। আমাদের পররাষ্ট্র নীতি দুর্বল হওয়ায় আজ আমরা বাংলাদেশী পরিচয় দিয়ে লাঞ্ছিত ও ধিকৃত হচ্ছি। বিশ্বের সকল দেশ থেকে বাংলাদেশী শ্রমিকদের নির্যাতন করে দেশে ফেরত পাঠাচ্ছে। দূর্বল হয়ে পড়ছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো। যখন বাংলাদেশের মানুষ অর্থের অভাবে না খেয়ে দিন কাটায়, বিনা চিকিৎসায় ধুকে ধুকে মরে, ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে আত্মহত্যা করে, তখন ভারত থেকে অশ্লীলতা আমদানী করে কোটি কোটি টাকা ভারতে প্রেরণ করা হয়। দেশের অর্থনীতিতে পোশাক শিল্পের বিরাট অবদান ছিল, সে শিল্পও আজ ধ্বংসের মূখে। দেশের আইন শৃংখলা বিপর্যস্ত করা হচ্ছে সুপরিকল্পিত ভাবে। দেশের সার্বিক অবকাঠামো ধ্বংস প্রায়। জাতীয় গৌরব আজ লাঞ্ছনা আর দাসত্বের অতল গহবরে নিমজ্জিত। আমাদের এখনো সময় আছে ফিরে তাকানোর, আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী জাতি, বাতিলের কাছে মাথা নত করার নই। যার প্রমাণ দিয়েছি ইংরেজদের বিরুদ্ধে, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার যুদ্ধে।

জাতীয় গৌরব ও স্বর্নিভরতা ফিরিয়ে আনতে আমাদের বোধোদয় হওয়া উচিত। দেশটাকে ইসলামী অদর্শে গড়ে মানুষের মাঝে আল্লাহর ভয় তৈরী করে, শির্ক, বিদ'আত, যিনা-ব্যভিচার, হত্যা-লুন্ঠন, যুলুম-নির্যাতন, দুর্নীতি-শোষণ এবং অহংকার ও সকল প্রকার ভেদাভেদ দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামী কাঠামো দ্বারা ঢেলে সাজানোর মাধ্যমে জাতিকে নৈতিকতার অবক্ষয় থেকে রক্ষা করতে হবে। দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতীয় ঐক মত্যের ভিত্তিতে দেশের প্রশাসন থেকে ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান ও বিদেশীদের এজেন্ডা বাস্তবায়নকারী অসৎ ও দূর্নীতিবাজদের বিতাড়িত করে,দেশ প্রেমিক, সৎ, যোগ্য ও আদর্শ ব্যক্তিদের ক্ষমতায় বসিয়ে, আবারও বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে। সকল ভেদাভেদ ভুলে ধনী-গরীব, উঁচু-নীচু একে অপরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালতে হবে। অসহায়ের পাশে দাঁড়ানো, সামাজিক উন্নয়নে একযোগে এগিয়ে আসা সহ একটি শিক্ষিত জাতি গড়তে শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাস মুক্ত করে শিক্ষার পরিবেশ করে দিতে হবে। বিচার ব্যবস্থাকে নিরপেক্ষ করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মানুষের নাগরিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। আইন-শৃংখলা বাহিনী দেশপ্রেম ও সততার সাথে কারো গোলামী না করে মানুষের নিরাপত্তার পূর্ণ ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলেই মানুষ ফজরের আযানে ঘুম থেকে উঠে আবার এশার নামায পড়ে নিশ্চিন্তে ও শান্তিতে ঘুমোতে পারবে। সারা বিশ্ব আমাদের অনুসরণ করবে।

যোগাযোগ: +৯৬৬৫৩০২০০৯৭৩, masumbillah570@gmail.com

অতীত দিনের স্মৃতি

ফজলে এলাহি মুজাহিদ

১// বাতেন সাহেব!

তখনো সবকিছুকে ভালোভাবে বুঝতে শিখিনি। মাত্র মায়ের দুধ খাওয়া ছেড়েছি , হাফ-প্যান্টও মাঝে মাঝে ভিজিয়ে ফেলি ; কাঁথার কথা না হয় বাদই দিলাম। তবে বেশ দৌড়া-দৌড়ি করতে পারি, রৌদ্র-ছায়ায়, শুকোতে দেয়া ধানের উপর দিয়ে , এঘরে ওঘরে আর নানীগুলোর রান্নার আয়োজনে। নানীদের প্রথম নাতি কি না, তাই সসস্ত ভাঙ্গ-চুর মাফ; যদিও খুব একটা ভাঙ্গতে পারিনি। বুড়ো নানী থেকে শুরু করে অবিবাহিত নানীরাও ছিলেন সে দলে। সবাই কিন্তু নানাবাড়ীর নানী; মরহুম নানাজানের বিয়ে একবারই হয়েছিল।

নববিবাহিতা নানীদের মধ্যে তখন সবচেয়ে বেশী আদর করতেন যাকিয়া নানী। কথায় কথায়ই দৌড় লাগাতাম তার কাছে। জন্মের পর দয়াময় প্রতিপালক আল্লাহ্ আমার জন্য যে সুপেয় এবং সর্বপ্রয়োজন সমৃদ্ধ খাবার প্রস্তুত করে রেখেছিলেন মায়ের বুকে; তাকে এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাই কি করে ; শিশু মাত্রই ভুলতে পারে না সহজে। তাই সবাই যেন উঠে পড়ে লেগেছে আমাকে ভুলাতে আর যত্তসব ঝাল-তেতো-টক খাওয়ানোতে। আমিও কম যাই না; খাবো না তো খাবই না, মিষ্টি পেলে অবশ্য সহজেই ছাড়তে চাইতাম না।

যাকিয়া নানী-স 'বে মাত্র বিয়ে হয়েছে , তাই দুষ্টোমিগুলো ভুলতে পারেননি এখনো-অবশেষে দুষ্টবুদ্ধির আশ্রয় নিলেন ; আমাকে ঠকাবেন। তাই প্রতিদিন দুপুরের শেষদিকে যখন তার ভাত রান্না শেষ হতো, তখনি আমাকে ডাক দিতেন- বাতেন সাহেব!!! (ছোটবেলায় বাতেন নামে এক বড় ভাইয়াকে খুব ভাল লাগতো , তাই সবার প্রতি কড়া অর্ডার দিলামঃ আমাকে 'বাতেন সাহেব ' না বললে তোমাদের এই সব ঝাল-তিতা এক্কেবারেই খাবো না।) যাকিয়া নানী একটা বাটিতে করে ঢেলে দিতেন ফ্রেশ ফেন; ভাতের ফেন। দেখতে দুধের মত সাদা না হলেও কাছাকাছি , তাই আমাকে বলতেন এই নাও দুধ , যার জন্য তুমি কান্না কর। তারপর এত্ত হাসতেন , এত্ত হাসতেন যে, তার আনন্দ দেখে আমার মন ভরে যেত। তারপর আমার নানী এসে বকা দিতেন আর মুচকি হেসে আমাকে নিয়ে যেতেন ঘরে।

চোখের সামনে ভাতের পাতিল থেকে ঢেলে দেয়া ফেন দেখেও খেতে শুরু করতাম, খারাপ লাগতো না এক্কেবারে। সবকিছু বুঝতে পেরেও চাইতাম না নানীর আনন্দটুকু ধুলোয় মিশিয়ে দেই; তাই প্রতিদিনই খেতাম ফেন আর ঠক। কিন্তু সেই আড়াই কি তিন বছরেও যে আমি নানীর আনন্দটুকু অনুভব করলাম আর তা নষ্ট হতে না দিয়ে নিজেই ঠকেছি প্রতিদিন; ভাবতেই এখন স্রষ্টার প্রতি মনটা অবনত হয়ে আসে।

২// ঘুম ঘুম বেলা, ঝিকিমিকি খেলা; ঐ ঝিঁমুওওনি রাত...

মমতার দিনগুলোতেই আমরা দুষ্টোমী করতে ভালবাসি , আজো কোথাও কোন হৃদয়ে যদি মমতা অনুভব করি , তো মন ফুঁড়েই যেন উঠে আসে কিছু ছেলেমী , কিছু দুষ্টোমী।

মনিপুরের 'অজক স্যার' আসতেন প্রতিদিন বিকেলে বিকেলে। একে তো স্কুলের পড়া তার উপর প্রাইভেট টিউটরের পড়া , ভাল্লাগে এত? একটুও নিশ্চিন্ত মনে খেলাধুলা করতে পারি না। সেইসব দিনে ঘুমানোটাকে আমার অপচয় ছাড়া আর কিছু মনে হতো না ; ঘুম মানেই খেলাধুলার কত্তগুলো সময় নষ্ট; যত্তসব। অবশ্য রাতে আটটার পর পরই পীরের আস্তানার যিকিরের স্টাইলে মাথা হেলিয়ে-দুলিয়ে ঝিঁমুতে শুরু করতাম ; আম্মুকে আর পায় কে তখন, ব্যস পরদিনের জন্য আইন জারি হয়ে গেল। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুম অনিবার্য। দু'ভাইকে শুইয়ে দিয়ে আম্মু পাখা করতেন যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়তাম, আম্মু একটু ওদিকে গেলেই মাসুদকে কানে কানে বলতাম , চোখ বন্ধ করে থাকবি কিন্তু , আম্মু গেলেই দেবো ছুট্।

কথা মত দু'জনেই কৃত্রিম ঘুমে তলিয়ে যেতাম আর পাখা বন্ধ হলেই একটুওওও করে চোখের কোণা খুলে দেখে নিতাম আম্মু কি এখনো বসে আছেন শিয়রের পাশে নাকি চলে গেছেন। যেই না নিশ্চিত হতাম, অমনি হুড়মুড় করে দে ছুট, আর পায় কে, আম্মু তখন দরজায় দাঁড়িয়ে বলতেন রাতে তো ঘরে আসতে হবে, তখন ঝিঁমুনী এলেই বুঝবে মজাটা। ভয় ভয় হতো কিছুটা কিন্তু আম্মুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেতাম আমাদের কাণ্ড দেখে তিনিও কিছুটা মুচকি মুচকি হাসছেন , তাই পূর্ণ আনন্দ নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়তাম বিকেলের আনন্দ ধারায়।

পঁচিশের কোঠায় এসেও ঘুমকে তেমনি অপচয় জাতীয় কিছুই মনে করতাম, কিন্তু দিনে দিনের পরিপক্কতায় এখন যেন প্রাকৃতিকভাবেই বুঝতে শিখেছি ঘুম দয়াময় আল্লাহর কত্ত বড় নেয়ামত আমাদের জীবনে।

লেখা হয়েছে: ১৯.০৮.২০০৬, মদীনা মুনওয়ারা, সৌদি আরব।
যোগাযোগ: +৯৬৬৫৯১৭৭০৫২০, efaz77@gmail.com

শীতের অ্যাডভেঞ্চার

আব্দুল্লাহ্ ইবনে যাকারিয়া। বয়স: ১৩ বছর।

ইদানীং শীতটা বেশ চাগিয়ে উঠেছে, তাই মেহেদী একটা শার্টের উপর সোয়েটার তার উপর আবার জ্যাকেট পড়েছে, তবে নিজের ইচ্ছায় সে পরেনি; পরেছে আম্মুর বকার কারণে। মেহেদী ৮ম শ্রেণীতে উঠেছে, সে নিজেকে সবসময় বড় দাবি করে যদিও সে এখনো তত বড় নয়; সে অত্যন্ত চিকন বলে তার ক্লাসের ছেলেরা তাকে শুটকি খান বলে ডাকে, কেউ কেউ তাকে চেঙ্গিস খান বলেও ডাকে।

মেহেদী খুবই মিশুক ছেলে, তাদের ক্লাসে সবার সাথে মেহেদীর বন্ধুত্ব; তবে ৩ জনের সাথে তার মনে হয় বেশি বন্ধুত্ব, তাদের একজন হলো সামি; সামিকে ক্লাসের স্বাস্থ্যবান বলা হয়, তার স্বাস্থ্য দেখে ক্লাসের ছেলেরা অবাক হয়, সামি ক্লাসের ফার্স্ট বয়, সেকেন্ড বয় মেহেদী। মেহেদীর প্রিয় ৩ বন্ধুর মধ্যে আরেক জন মানিক, মানিক একেবারে শান্ত ছেলে, প্রতিদিন প্রত্যেক স্যারের হাতে মার খায় পড়ালেখা কিছুই পারে না, তবুও সে খুবই বুদ্ধিমান। তার সাথে মেহেদীর বন্ধুত্ব সবচেয়ে গাঢ়।

মেহেদীর সর্বশেষ বন্ধু হচ্ছে বাচাল পলাশ, সে এত বেশি কথা বলে যে সবাই তাকে নাম দিয়েছে বাচাল, সারাক্ষণ কথা বলতে থাকে, নো থামাথামি। তার মুখে দিয়ে সারাক্ষণ কথা বের হতে থাকে; কিন্তু একবার তার মুখে কুকুর কামড় দিয়েছিল, আর তার কথা বলা কিছু দিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। তখন তার সে কি দুঃখ কথা বলতেই পারে না, তাছাড়া সে বড় গুলবাজ, তার সাথে মেহেদীর বন্ধুত্ব হবার কারণ সে অত্যন্ত ভাল মারামারি করতে পারে!! আর মারামারি তো মেহেদীর ফেভারিট।

একদিন ছুটির পর ৪ বন্ধু একসাথে মিলিত হয়েছে, তারা গল্প করতে করতে আসছে:
মেহেদী: এ কদিন যা শীত!
পলাশ: ঠিকই বলেছিস, শীতের জ্বালায় আমার অবস্থা খারাপ, এই তো গতকাল কি হল... আমাদের বাসার নিচে...
সামি: চুপ কর, এই যে গুলবাজি শুরু করে দিয়েছিস, কিরে মানিক তুই এত চুপ করে কী দেখছিস!
মানিক: না, কিছু না।
পলাশ: আরে ওর কথা বাদ দে, সেদিন কী হল জানিস...
মেহেদী: আবার শুরু হয়ে গেল গুলবাজি; সর এখান থেকে!
পলাশ: এত বড় সাহস!!
মানিক: দাড়া, দেখ্ সামি তোদের বাড়িতে কি হচ্ছে এসব?!!!
সামি: ডাকাতি!!

চারজন একসাথে দৌড়ে গেল; কিন্তু ততক্ষণে ডাকাতরা তাদের নিয়ে আসা ট্রাকে চেপে চলে যাচ্ছে, পলাশ লাফিয়ে ট্রাকের সাথে ঝুলে পড়ল; ডাকাত গুলো সবাই মিলে পলাশকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল।

সবাই দৌড়ে পলাশের কাছে যেতেই দেখল পলাশের মাথার কোণা দিয়ে রক্ত ছুটছে!! পলাশের এ অবস্থা দেখে সামি তাকে কাঁধের উপর তুলে বলল: চল্, ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাই!

মেহেদী: আরে দাঁড়া! দেখছিস না ওর মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছে, তুই এমন ভাব করছিস যেন কিছুই হয়নি!! তারপর মেহেদী তার পকেট থেকে রুমাল বের করে পলাশের মাথায় রক্তের স্থানে চেপে ধরল। তার কিছুক্ষণ পর তার রক্তক্ষরণ থামলে সামি পলাশকে নিজের কাঁধ থেকে নামিয়ে বলল: এবার চল্! ওকে হসপিটালে নিয়ে যাই!
মানিক: চল্।

তারা হাসপাতালে পলাশকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পর ডাক্তার বলল: হায় হায়! ও ইঞ্জিনিয়ার ভাইয়ের ছেলে না!!
মানিক: জ্বি!
ডাক্তার বলল: এ তো সেন্সলেস! মারাত্মক অবস্থা!! দেখি দেখি!!
ডাক্তার পলাশকে নিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পর এসে বলল: ওর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ!! সুস্থ হয়ে উঠতে অন্তত ৩ দিন সময় লাগবে!! মাথায় সেলাই করতে হবে! তোমরা এতক্ষণ পর ওকে আনলে কেন?! তাছাড়া ওর এ অবস্থা কি করে হল?
মেহেদী (প্রায় কেঁদে): প্লিজ ওকে বাঁচান!!
ডাক্তার: আমি ওকে বাঁচাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব!! বাবারা তোমরা এখন যাও!!
হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসার পর সামি: চল্! বাড়ি যাই!
মানিক: কেন রে! আগে তো পলাশের বাবা-মাকে খবর দেব!
সামি: আর আমার বাড়িতে যে ডাকাতি হয়েছে তার খবর কে রাখবে!! আমি গেলাম।
মানিক আর মেহেদী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল!
কিছুক্ষণ পর তারা যেন হুঁশ জ্ঞান ফিরে পেল! তারা দৌড়ে পলাশের বাড়িতে গিয়ে পলাশের বাবাকে খবর দিল! খবর পেয়ে পলাশের বাবা দ্রুত হাসাপাতালের দিকে ছুটে গেলেন, মানিক আর মেহেদী এই ফাঁকে সামির বাড়িতে রওনা দিল।
সামির বাড়িতে পৌঁছেই মানিক মেহেদীকে বলল: তুই হসপিটালে গিয়ে একটু পলাশের অবস্থা দেখে আয়! আর আমি সামিদের বাড়িতে আছি! মেহেদী চলে যেতেই মানিক সামিদের ঘরে ঢুকে দেখল ঘরটি লোকে লোকারণ্য! পুরো ঘরে পুলিশ সাংবাদিক আরও কত মানুষ! তার মাঝে সামিকে খুজে পেতে খুব বেগ পেল মানিক!
মানিক সামিকে দেখে বলল: আরে তুই কাঁদছিস কেন?!
সামি (কাঁদতে কাঁদতে): ডাকাতরা আমাদের বাড়িতে এসে আমার বাবাকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে দিয়েছে!
মানিক: এই দিনে দুপুরে ডাকাতি হয় কখনও!
সামি: ডাকাতি হয় নি তবে....
মানিক: তবে কি.....
সামি: ডাকাতরা আমাদের বাড়ি এসে কিছুই নেয় নি শুধু মাত্র আম্মুর দু'টো স্বর্ণের লকেট আর দু'টো বড় ওয়ালমেট!
মানিক: আশ্চর্য ব্যাপার তো! দিনে দুপুরে ডাকাতি! তার উপর নিয়েছে মাত্র দুটো স্বর্ণের লকেট আর দুটো ওয়ালমেট! আবার বাড়িতে ঢুকেই গৃহকর্তাকে এত মারধর করেছে!! ঘটনা কী?! রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি!
সামি: মান্কী কোথাকার! বল্ কলার গন্ধ পাচ্ছি! দূর হও আমার সামনে থেকে! আমার বাবা.....
(চলবে)

মাননীয় প্রফেট

আফসার নিজাম

মাননীয় প্রফেট, দরুদ সালাম
সহস্র সময়কে ধারণ করার জন্য
এবঙ বাতাসকে ঘুরিয়ে নির্মল কক্ষপথে পরিচালনার জন্য।

কিন্তু বিস্মিত হবেন না মাননীয়
আপনার অনুসারীরা ধারণ করতে পারেনি
বাতাসের আদ্রতা-
কোমলতায় মেখে নিতে পারেনি
জাফরানী লোবান।

কারণ-
তারা হারিয়ে ফেলেছে
নান্দনিক চৈতন্যের
ইকরা বিসমি রাব্বি কাল্লাজি খালাক।

মাননীয় প্রফেট
এবার নেমে আসুন
দেখুন আপনার আওলাদ
বাতলিয়ে দিন-
ডিজিটাল সময়কে নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল
এবঙ পরমানু শক্তির আনবিক বিন্যাসের কথা-

যোগাযোগ: afsarnizam01@gmail.com

সূতোয় বাঁধা কর্ণধার

ফজলে এলাহি মুজাহিদ

তুমি ফুল দিওনা
সে ফুলে ফুলেল সুবাস পাই না আমি
থেকে থেকে ভেসে আসে পালেইস্টাইনী শিশুদের
তাজা রক্তের ঘ্রাণ!

মালা পরিয়ো না
তোমার মালায় ফুল মোড়ানো ফাঁসীর রজ্জু দেখছি আমি
ইতিহাসের সুদূর পথে তাই পেয়েছি
ভুলবো কেন?

চলতে বলো না তোমার দেখানো পথে
কে জানে, কোথায় পুঁতে রেখেছ মাইন,
হয়ত তুমিই, হয়ত তোমার পূর্বসূরী কেউ
তবু ভাঙ্গে হৃদয় মাঝে কালের রঙিন ঢেউ।

ভাবছি তুমি বন্ধু হবে
শুদ্ধ হবে তোমার জীবন ধারা
দু'হাত বাড়াই, বুক পেতে দেই
স্বপ্নে হারাই রঙিন পৃথিবীর।
হায় বিবাগী! সত্য পথিক, পাগলপারা,
জানে না সে, তুমি যে এ শিকল বাঁধা
আড়াল হতে যার সীমানা নির্ধারিত,
এই নাটুকে রঙিন মঞ্চে পুতুল নাচে অহরহ।

তাই, দিও না মালা, দিও নাকো ফুল
চলতে বলোনা তোমার দেখানো পথে;
দিও নাকো আশ্বাস।

যোগাযোগ: +৯৬৬৫৯১৭৭০৫২০, efaz77@gmail.com

গুণাবলী

মাহবুবা সুলতানা

স্বপ্ন দেখায় মানুষ
মানুষই ভাঙ্গার বেলায়
মানুষ মত্ত সর্বক্ষণ
ভাঙ্গা-গড়ার খেলায়।

ভালবাসে মানুষের মন
মানুষই দেয় ব্যথা,
এই মানুষই অপরাধ করে
শোনায় নীতি কথা।

মানুষ দেখে হাজার স্বপন
সাজায় কত নীড়,
মানুষই আবার ব্যথা পেয়ে
হয়ে উঠে অস্থির।

মানুষ কত সুন্দর তবু
কত ব্যথা পায় মনে,
মানুষ মুখে রাখে হাসি
ব্যথা থাকে গোপনে।

এই হলো মানব গুণ
আমরা মানুষ ভাই,
পৃথিবীর সুখ-দুঃখ স'বি
না চাহিতেই পাই।

মানুষ আমি থাকবে সদা
ব্যথা আমার মনে,
কখনো হাসি মাখা মুখ
কখনো বারি নয়নে।

টিপাইমুখী বাঁধ

-মুসফিরা মারিয়াম

ঢেউ টলমল, বুক ভরা জল
নদের প্রিয়া নদীর,
তাদের খোকা খাল আর বিল
জন্ম থেকেই বধির।

হঠাৎ করে দস্যুসেনা
টিপাইমুখী বাঁধ,
নদের প্রিয়া নদী মারার
গড়লো মরণ ফাঁদ।

সেই শোকেই নদের বুকে
প্রতিশোধের আগুন,
বোবা স্বরেই কয় সে ডেকে
আ'ম জনতা জাগুন।

কোন্ ছলনায় বাংলা তুমি
আজও ঘুমের ঘোরে,
তোমার বুকের মানিক নদী
ডাকছে জ্বলে-পুড়ে।

জাগো! জাগো! বাংলা তুমি
তাকাও নয়ন খুলে,
নিজের কথাই আজকে তুমি
গিয়েছ কি ভুলে?

একাত্তরের তেজ কি তোমার
হারিয়ে গেছে আজ!
তোমার মাথায় ওঠাও আবার
বিপ্লবী রণতাজ।

প্রতিভার গোডাউন

আসিফ ইকবাল

সম্পাদক কহিলেন রচিতে হইবে রম্য
আমি স্মিত হাসিয়া কহিলাম: ইহা আর কি এমন কম্ম?
আমার লাগিয়া ইহা অতীব নগণ্য
শুধু খরচ করিতে হইবে আমার প্রতিভার যৎসামান্য।
এই বিষয়ে রহিয়াছে আমার এক অভিজ্ঞতা অনন্য
অনেক পূর্বে আমি লিখিয়াছিলাম এক গদ্য
বিমুগ্ধ চিত্তে বলিতেছি উহা হইয়াছিল অনবদ্য
নির্বাচক কমিটি বলিয়াছিল:
'আপনার লেখার সাথে অন্যদের লেখা ছাপার অযোগ্য'
সযতনের রাখেন আপনার অমূল্য সাহিত্য
অনাগত কালের লোকেরা হয়ত বুঝিবে ইহার মর্মার্থ।
সংকল্প করিলাম রচিবো আমি রম্য পান্ডিত্যপূর্ণ
কিন্তু একি! অন্তর আজিকে কেন ভাব শূন্য?
তবে কি আমার বিখ্যাত হওয়ার সাধ রহিবে অপূর্ণ?
আমি যে ভাবিতাম আমি প্রতিভায় পরিপূর্ণ
হতাশ হইতাম ভাবিয়া এই- আমার চারপাশ প্রতিভা শূন্য
যাহা রচিতেছে সাহিত্য সবই বালখিল্য
আমার রচনায় থাকিবেনা সারল্য
সমালোচকেরা বুঝিতে অক্ষম হইবে এর কাঠিন্য
সমালোচনা করবে, এমন থাকিবেনা কারো সাধ্য
আমার যুগে আমিই হইবো অনন্য।
আজিকে যখন হইতেছে না, তখন থাক,
অন্য সময়ে রচিবো সাহিত্য অগাধ
জগদ্বাসী বলিয়া উঠিবে: সাবাস! সাবাস!!
যোগাযোগ: +৯৬৬৫০৪৩২৮৬৩৬, asifiqbal1977@gmail.com

উপরের হাওয়া

আমাদের এলাকায় একজন ভদ্রলোক ছিলেন, নাম তার ইদা। অত্যন্ত রসিক। একদিন তিনি খুব সকালবেলা মাছ ধরতে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে দেখা এলাকার জমিদারের ভ্রাতুষ্পুত্র কুটুম বাবুর সাথে। বাবু তখন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। আশ্চর্য ইদা ভাবলেন, এত সকালে বাবু কি করেন? জিজ্ঞেস করল-

ইদা: কি বাবু? এত্ত সকালে কি করছেন?
বাবু: এই আর কি, হাওয়া খাচ্ছি।

শুনে ইদা কোন কথা না বলে চলে গেল। পরের দিন ইদা আবারো সকালবেলা ঐ জায়গায় পৌঁছল। কুটুম বাবুও যথারীতি প্রাতঃভ্রমণে এসে দেখল ইদা উপরের দিকে লাফাচ্ছে আর ঢোক গিলছে। বাবু বুঝতে না পেরে ইদাকে জিজ্ঞেস করল-

বাবু: ইদা কি করছো?
ইদা: হাওয়া খাচ্ছি।
বাবু: এ রকম করে কেন?
ইদা: উপরেরটা খাচ্ছি।
সংগ্রহে: আসিফ ইকবাল।
যোগাযোগ: +৯৬৬৫০৪৩২৮৬৩৬, asifiqbal1977@gmail.com

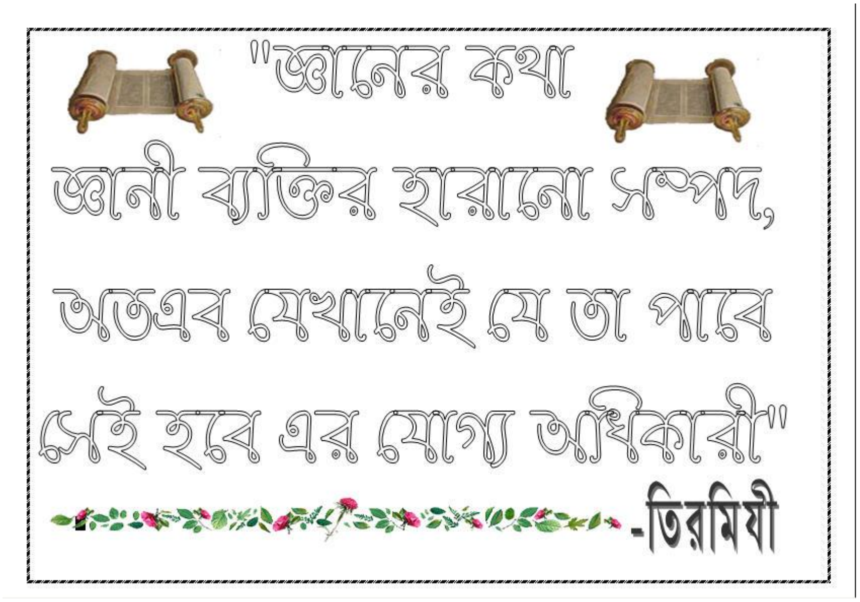

গাছ থেকেই বিদ্যুত তৈরী

বাংলাদেশে এখন সকল সমস্যার বড় সমস্যা হল বিদ্যুত সমস্যা। এমন যদি হত আমাদের গাছগুলি থেকেই আমরা বিদ্যুত তৈরী করতে পারতাম তবে বেশ হতো। গাছ যেহেতু তার সবুজ পাতার মাধ্যমে সূর্যের আলো থেকে খাদ্য তৈরী করে, আমরাও সেই রকম বিদ্যুত পেতে পারতাম তবে কাজটি হত। অবাক হচ্ছেন আমার কথা শুনে।
তেমনটিই সফল করেছে স্ট্যানফোর্ড বিশ্বিবদ্যালয়ের WonHyoung Ryu এর গ্রুপ। বিস্তারিত পড়ুন নিচের লিংক থেকে:
http://www.alternative-energy-news.info/engineers-tap-algae-cells-for-electricity/
সংগ্রহে: ড.মশিউর রহমান। সূত্র: http://biggani.com/content/view/1315/79/

তারহীন চার্জার

তারহীন এই যুগে বহনযোগ্য ডিভাইস বা গ্যাডগেট ব্যবহার বেড়েছে অনেক গুণে। কিন্তু এসব ডিভাইসে চার্জের ঝামেলা পোহাতে হয় চার্জারের ভিন্নতার কারণে। এসব ঝামেলা থেকে মুক্ত করতে ওয়াইল্ড চার্জার প্যাড এসেছে। এই প্যাডের উপরে সেলফোনের (বা অন্য ডিভাইস) পিছনের কভার খুলে এডাপটার যুক্ত করে প্যাডের উপরে রাখলে সয়ংক্রিয়ভাবে চার্জ হতে থাকবে, যা ওয়াল প্লাগের মতই চার্জ হবে। তবে চার্জারের প্যাডটি তারের মাধ্যমে পাওয়ার পাবে যে কোন প্লাগ থেকে। মটোরলাসহ বেশ কিছু মডেলের জন্য ৮৯.৯৯ ডলারের এই প্যাড ও এডাপটার পাওয়া যাচ্ছে। এবিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে পণ্যের ওয়েবে সাইট www.wildcharge.com থেকে।

সংগ্রহে: এস. এম. মেহেদী আকরাম [রয়েল]।
সূত্র: http://www.shamokaldarpon.com/?p=247

নির্মাণ

মননে. চিন্তায়.. গবেষণায়...
১ম সংখ্যা, জানুয়ারী ২০১১ ইং